ব্রি ধান৬৬

ধান চাষ সমৃদ্ধি আনে

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৬৬

ব্রি ধান৬৬ কৌলিক সারি IR82636-B-B-75-21 উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট,ফিলিপিনেIR8875-176-B-2 এবং IR78875-207-B-3 নামক Genotype এর সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশান (Pedigree Selection)এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ২০১০ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে Introduction করে খরা প্রবণ এলাকায় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় ।পরবর্তীতে ২০১২ এবং২০১৩ সালে কৌলিক সারিটি বাংলাদেশের বিভিন্ন খরাপ্রবণ এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় রোপা আমন মৌসুমে জাত হিসাবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয় ।এ জাতটি ২০১৪ সালে জাতীয় বীজবোর্ড কর্তৃক কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- উচ্চ ফলনশীল।
- গাছের উচ্চতা ১১৮-১২০ সেমি।
- ডিগপাতা খাড়া, প্রশস্ত এবং লম্বা।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪ গ্রাম ।
- চাল মাঝারি লম্বা ও মোটা।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৬৬ এর জীবনকাল ব্রি ধান ৫৬ এর চেয়ে ৩-৪ দিন বেশী ।ব্রি ধান৬৬ একটি খরা সহনশীল জাত। প্রজনন পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১৫-২০ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন ক্ষতি হয় না । সে সময় Parch Water table Depth ভূপৃষ্ট (Surface) থেকে ৭০-৮০ সেমি নিচে থাকলে এবং মাটির আর্দ্রতা ২০% এর সীচে হলেও এ জাতটি ভাল ফলন দিতে সক্ষম।

জীবনকাল

জাতটির জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে বিআর৬৬ এর ফলন ৪.৫ টন থেকে ৫.০ টন পর্যন্ত পাওয়া যায় । তবে প্রজনন পর্যায়ে বৃষ্টির অভাবে ১৫-২০ দিন খরা পড়লে হেক্টরে ৪.০-৪.৫ টন ফলন পাওয়া যায় ।

চাষাবাদ পদ্ধতি

জাতটি বৃষ্টি নির্ভর রোপা আমন মৌসুমের জন্য উপযোগী ।চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী রোপা আমন ধানের মতই ।

১. বীজতলায় বীজ বপনঃ ১৫ আষাঢ় থেকে ৩০ আষাঢ় (২৯ জুন-১৪জুলাই)।

২. চারার বয়সঃ ২০-২৫ দিন।

৩. চারার সংখ্যাঃ প্রতি গুছিতে ২/৩ টি ।

৪. রোপণ দূরত্ব ঃ ২০ সেমি X ১৫ সেমি।

৫. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

৫.১	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
	২৪	১০	১০	৮	১

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি,এমওপি,জিপসাম এবং জিংক সালফেট একসাথে প্রয়োগ করা উচিত । ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা জমি তৈরীর শেষ পর্যায়ে ১ম কিস্তি রোপনের ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৩৫-৪০ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে ।

৬. আগাছা দমন ঃ রোপনের পর অন্তত ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৭. সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পুরক সেচ দিতে হবে ।

৮. রোগবালাই দমন ঃ ব্রি ধান৬৬ জাতে রোগবালাই ও পোকার আক্রমন প্রচলিত অন্যান্য জাতের চেয়ে অনেক কম ।তবে রোগবালাই ও পোকার আক্রমন দেখা দিলে বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিত ।

৯. ফসল পাকা ও কাটা ঃ ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১০-২৫ কার্তিক(২৫ অক্টোবর -১০ নভেম্বর)।

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd